রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের
জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১২, ২০২০

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর
প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৯ আশ্বিন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ/ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

নং **বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৯-৩৭০/১১/প্রশাসন/১০৮।**—এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১০) এর আলোকে, পূর্ব প্রকাশান্তে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।**—(১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(ক) "অধ্যাদেশ" অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969);

(খ) "আইন" অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(গ) "তদন্তকারী" অর্থ কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যিনি কমিশনের নির্দেশ অনুসারে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করেন;

(ঘ) "পর্ষদ" অর্থ এক্সচেঞ্জের পরিচালনা পর্ষদ;

(ঙ) "প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার" বলিতে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন এর ধারা ২ এর উপ- ধারা (১৩) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা বুঝাইবে;

(চ) "ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন" অর্থ এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন);

(ছ) "ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা এমডি" অর্থ এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও)" যে নামেই অভিহিত হোক না কেন;

(জ) "ব্রোকার ডিলার বিধিমালা" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০;

(ঝ) "সংঘবিধি" অর্থ এক্সচেঞ্জের সংঘবিধি;

(ঞ) "সংঘস্মারক" অর্থ এক্সচেঞ্জের সংঘস্মারক;

(ট) "ট্রেকহোল্ডার বা ট্রেকধারী বা ট্রেকধারক" অর্থ এই বিধিমালার বিধি ৩ অনুযায়ী ট্রেক প্রাপ্তির যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি, যাহাকে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধিবিধান মোতাবেক ট্রেক ইস্যু করা হইয়াছে; এবং

(ঠ) "ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট বা ট্রেক" বলিতে ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (৮) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির (Expression) সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এবং এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সালের ১৫ নং আইন) এবং উহাদের অধীন জারিকৃত কোন বিধিমালা বা প্রবিধানমালায় যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) ইস্যু

৩। **ট্রেক প্রাপ্তির যোগ্যতা।**—(১) এক্সচেঞ্জের প্রত্যেক প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইনের আওতায় এক্সচেঞ্জের ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন স্কীমের শর্তানুযায়ী একটি করে ট্রেক প্রাপ্তির অধিকার রাখিবে।

(২) এক্সচেঞ্জের প্রাথমিক শেয়ারহোল্ডার ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এক্সচেঞ্জ হইতে ট্রেক পাওয়ার যোগ্য হইবেন না, যদি-

(ক) উহা কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান না হয়;

(খ) উহার ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা না হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, দেশী-বিদেশী শেয়ারহোল্ডারের যৌথ উদ্যোগে গঠিত কোন কোম্পানী আবেদন করিলে উহার ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ৮,০০,০০,০০০ (আট কোটি) টাকা হইতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, সম্পূর্ণ বিদেশী শেয়ারহোল্ডারের মালিকানাধীন কোন কোম্পানী আবেদন করিলে উহার ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন ১০,০০,০০,০০০ (দশ কোটি) টাকা হইতে হইবে;

(গ) উহার সার্বক্ষণিক নিরীক্ষিত নীট সম্পদের পরিমাণ উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ৭৫% এর অধিক না হয়;

(ঘ) জামানত হিসাবে ন্যূনতম ৩,০০,০০,০০০ (তিন কোটি) টাকা বা কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ দফা (খ) এ উল্লিখিত পরিশোধিত মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জে সার্বক্ষণিক সংরক্ষণ না করে:

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (খ) এ উল্লিখিত কোন দেশী-বিদেশী শেয়ারহোল্ডারের যৌথ উদ্যোগে গঠিত কোম্পানীর ক্ষেত্রে জামানত হিসাবে ন্যূনতম ৪,০০,০০,০০০ (চার কোটি) টাকা সংরক্ষণ করিতে হইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, সম্পূর্ণ বৈদেশিক শেয়ারহোল্ডারের মালিকানাধীন কোম্পানীর ক্ষেত্রে জামানত হিসাবে ন্যূনতম ৫,০০,০০,০০০ (পাঁচ কোটি) টাকা সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(ঙ) উহার, কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত, যোগ্যতাসম্পন্ন তদারকি কর্মকর্তা, মানবসম্পদ, প্রযুক্তি অবকাঠামো এবং আর্থিক সক্ষমতাসহ পর্যাপ্ত পেশাদার ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা না থাকে;

(চ) উহা বা উহার কোন পরিচালক কোন ফৌজদারী মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত বা দন্ডিত হন;

(ছ) উহার পরিচালক পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে ৫০% এর বেশী উহার উদ্যোক্তা কোম্পানীর পরিচালক পর্ষদের সদস্য হন;

(জ) উহা বা উহার কোন পরিচালক সর্বশেষ সিআইবি প্রতিবেদনে ঋণখেলাপী হন;

(ঝ) উহার কোন পরিচালক অন্য কোন ট্রেক ধারকের পরিচালক হন; এবং

(ঞ) মিউচ্যুয়াল ফান্ড সহ কোন যৌথ বিনিয়োগ স্কীম উহার কোন শেয়ারহোল্ডার হয়।

৪। **ট্রেক ইস্যুর জন্য দরখাস্ত দাখিল, বিবেচনা ইত্যাদি।**—(১) এক্সচেঞ্জ, অর্থবছরের প্রথম মাসের মধ্যে, ট্রেক ইস্যুর নিমিত্ত বার্ষিক পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন এক্সচেঞ্জকে ট্রেক ইস্যুর বিষয়ে সময় সময় নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এক্সচেঞ্জ ট্রেক ইস্যুর লক্ষ্যে বহুল প্রচারিত ২টি দৈনিক (একটি ইংরেজী ও একটি বাংলা) সংবাদপত্রে ও এক্সচেঞ্জ এর ওয়েবসাইটে নতুন ট্রেক ইস্যুর জন্য দরখাস্ত আহবান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবে।

(৩) ট্রেক প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এর অনুকূলে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকার ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার (অ-ফেরতযোগ্য) সহ তফসীল-১ এ বর্ণিত ফরম–ক অনুযায়ী দরখাস্ত করিতে হইবে।

(৪) দরখাস্তকারীর ফরমে উল্লেখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অতিরিক্ত তথ্যাদি এবং কাগজপত্র উক্ত নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিতে হইবে।

(৫) ট্রেক প্রাপ্তির যোগ্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই-বাছাই পূর্বক, এক্সচেঞ্জ সন্তুষ্ট হইলে, দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য প্রাপ্তির নির্দিষ্ট দিন হইতে অনধিক ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কর্মদিবসের মধ্যে, উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া তফসীল-১ এ বর্ণিত ফরম খ-তে সনদ ইস্যু করিবে।

(৬) এক্সচেঞ্জ সন্তুষ্ট না হইলে, উপ-বিধি (৫) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক উহা নামঞ্জুর করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবে।

(৭)উপ-বিধি (৫) মোতাবেক ট্রেক গ্রহণের পূর্বে দরখাস্তকারী নিবন্ধন ফিস বাবদ ১,০০,০০,০০০ (এক কোটি) টাকা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিবে।

৫। **ট্রেক হস্তান্তর।**—সকল ট্রেক অ-হস্তান্তরযোগ্য হইবে।

৬। **ট্রেকের বার্ষিক ফি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন প্রদত্ত ট্রেক বা ট্রেকধারীর বিরুদ্ধে কমিশন বা এক্সচেঞ্জ এর কোন প্রকার অভিযোগ বা আপত্তি না থাকিলে উহার মেয়াদ বার্ষিক ফি প্রদান সাপেক্ষে চলমান থাকিবে।

(২) প্রতি অর্থ বৎসর পূর্তির অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে বার্ষিক ফি বাবদ ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে ।

(৩) উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বার্ষিক ফি জমা করিতে ব্যর্থ হইলে, প্রতিদিন বিলম্বের জন্য ৫০০ (পাঁচশত) টাকা হারে অতিরিক্ত ফিস সহ বার্ষিক ফি সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ এর অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা করিতে হইবে ।

৭। **ট্রেক বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি।**—(১) বিধি ৪ এর অধীন প্রদত্ত ট্রেক গ্রহণের পরবর্তী এক (০১) বছরের মধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক-ডিলার, স্টক-ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ মোতাবেক স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার নিবন্ধন গ্রহণ করিতে হইবে এবং নিবন্ধন সনদ গ্রহণের ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে ব্যবসায় শুরু করিতে ব্যর্থ হইলে প্রদত্ত ট্রেক বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (৭) এর বিধানাবলী ক্ষুন্ন না করিয়া, কোন ট্রেকধারী বিধি ৩ বা এই বিধির উপ-বিধি (১) অনুসারে তাহার যোগ্যতা হারাইলে, বা আইন, বা অধ্যাদেশ, বা এই বিধিমালার কোন বিধান ভঙ্গ করিলে, এক্সচেঞ্জ তাহার ট্রেক বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যোগ্যতা হারাইবার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জ, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, ট্রেক বাতিল না করিয়া অনধিক ০৩ (তিন) মাসের জন্য উহার কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-বিধির অধীন কোন ট্রেক বাতিল বা স্থগিত করার পূর্বে এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অবহিতকরণ সাপেক্ষে, বাতিল বা স্থগিত আদেশ এর কারণ উল্লেখ করিয়া, সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারীকে অন্ততঃ ১০ (দশ) দিনের একটি নোটিশ প্রদানপূর্বক তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপনের সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারী তাহার বক্তব্য নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপস্থাপন করিলে, এক্সচেঞ্জ উক্ত বক্তব্য এবং উপ-বিধি (৪) এর অধীন দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদন বিবেচনাক্রমে এবং প্রয়োজনবোধে তাহাকে ব্যক্তিগত বা প্রতিনিধির মাধ্যমে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, ট্রেক বাতিল কিংবা স্থগিতকরণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে এবং ট্রেকধারীকে লিখিতভাবে এক্সচেঞ্জের সিদ্ধান্ত জানাইয়া দিবে।

(৪) এই বিধির অধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে এক্সচেঞ্জের অনুরোধের প্রেক্ষিতে কমিশন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে তদন্তকারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ তদন্তকারী তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন কমিশনে দাখিল করিবে, এবং কমিশন উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবে ।

(৫) তদন্তকারী সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারী, উহার পরিচালক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে, কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে এবং প্রয়োজনবোধে ঐ গুলির হুবুহু নকল বা ফটোকপি লইতে পারিবে, এবং এই ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি তদন্তকারীকে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(৬) এই বিধির অধীন কোন ট্রেক বাতিল কিংবা স্থগিত করা হইলে উক্ত সিদ্ধান্তের একটি অনুলিপি কমিশনে প্রেরণ করিতে হইবে।

(৭) কমিশন, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উপ-বিধি (২) এর অধীন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই কোন ট্রেকের কার্যকারিতা স্থগিত করা প্রয়োজন, তাহা হইলে উপ-বিধি (২) এর শর্তানুসারে নোটিশ জারীর পূর্বে বা পরে যে কোন সময় তাৎক্ষণিক শুনানীর সুযোগ প্রদান করত অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত ট্রেকের কার্যকারিতা স্থগিত করিতে পারিবে, এবং ট্রেকের কার্যকারিতা স্থগিতের বিষয়টি কমিশন সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৮) উপ-বিধি (২) বা (৭) এর অধীন কোন ট্রেকের কার্যকারিতা বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, স্টক-ডিলার বা স্টক- ব্রোকার এর নিবন্ধন সনদের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারী সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(৯) কোন স্টক-ডিলার বা স্টক-ব্রোকার এর কার্যকারিতা বাতিল বা স্থগিত করা হইলে, ট্রেক এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট স্টক ডিলার বা স্টক ব্রোকার সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে না।

(১০) ট্রেক বাতিল এর ক্ষেত্রে এক্সচেঞ্জে জামানত হিসেবে রক্ষিত অর্থ ফেরতযোগ্য হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ

৮। **অন্যান্য শর্তাবলী।**—(১) কোন ব্যক্তি একযোগে কোন একটি এক্সচেঞ্জ এর একাধিক ট্রেক ধারণ করিতে পারিবে না।

(২) এক্সচেঞ্জ কর্তৃক প্রদত্ত ট্রেক বন্ধক বা অন্য কোন দায়ে চার্জভুক্ত বা দায়গ্রস্ত করা যাইবে না।

(৩) ট্রেকধারীর তদারকি কর্মকর্তাসহ উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনাতে কোন প্রকার পরিবর্তন হইলে উহা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) ট্রেকধারী কোম্পানীর শেয়ার ধারণ কাঠামোতে পরিবর্তনের ফলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহার নিয়ন্ত্রণে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে তাহলে উহা সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জকে ০৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে অবহিত করিতে হইবে।

(৫) উপবিধি (৪) মোতাবেক এক্সচেঞ্জকে অবহিত না করিয়া কোন ট্রেকধারী কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর যদি করা হয়, সেক্ষেত্রে উক্ত শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারী উহা দাখিল করিতে বাধ্য থকিবে ।

(৬) ট্রেকধারী, উহার কোন পরিচালক বা কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা এজেন্ট কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্য, যাহা ট্রেকধারীর নামে সম্পন্ন করা হইয়াছে অথবা করণীয় কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকে অথবা করণীয় কোন কার্য সম্পন্ন করা হয় নাই, উহার জন্য দায়ী থাকিবে।

(৭) কোন ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক ট্রেকধারীর তদারকি কর্তৃপক্ষ পদে আসীন থাকিতে পারিবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, একাধিক এক্সচেঞ্জ এর যৌথ ট্রেকধারীদের ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না।

(৮) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (২) এর দফা (ঘ) অনুসারে এক্সচেঞ্জের নিকট জমাকৃত ট্রেকধারীদের জামানতের অর্থ সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ বিনিয়োগকারীদের দাবি পরিশোধে ব্যবহার করিতে পারিবে।

৯। **ডুপ্লিকেট ট্রেক ইস্যুকরণ।**—(১) কোন ট্রেক হারাইয়া গেলে বা খোয়া গেলে বা নষ্ট বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হইয়া গেলে সংশ্লিষ্ট এক্সচেঞ্জ নিম্নবর্ণিত শর্তে ও পদ্ধতি পরিপালন সাপেক্ষে উহার ডুপ্লিকেট কপি সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারীকে সরবরাহ করিতে পারিবে, যথাঃ

(ক) ট্রেক হারাইয়া গেলে বা খোয়া গেলে, ট্রেকধারী বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানার সাধারণ ডাইরীতে লিপিবদ্ধ করাইবেন এবং তৎপর একটি দৈনিক প্রত্রিকায় ট্রেক হারাইয়া বা খোয়া যাওয়ার বিষয়টি উল্লেখপূর্বক ট্রেক ফেরত দানের অনুরোধ সম্বলিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিবেন;

(খ) দফা (ক) অনুসারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের এক সপ্তাহ পরে ডুপ্লিকেট ট্রেক ইস্যুর আবেদন জানাইয়া সংশ্লিষ্ট ট্রেকধারী এক্সচেঞ্জের নিকট একটি দরখাস্ত করিবেন এবং উক্ত দরখাস্তের সহিত নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র দাখিল করিবেন, যথাঃ

(অ) এক্সচেঞ্জের অনুকূলে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা অথবা এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত টাকার ব্যাংক ড্রাফট্ বা পে-অর্ডার;

(আ) ট্রেক হারাইয়া বা খোয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে, দফা (ক) তে উল্লিখিত সাধারণ ডায়েরীর সত্যায়িত নকল এবং বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি; এবং

(ই) ট্রেক নষ্ট বা ব্যবহারের অনুপযুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে, উহার অবশিষ্ট অংশ।

(২) উপবিধি (১) অনুসারে দাখিলকৃত দরখাস্ত সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে, এক্সচেঞ্জ উহা প্রাপ্তির ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেজিষ্টার এবং অন্যান্য তথ্যাদির ভিত্তিতে ডুপ্লিকেট ট্রেক ইস্যু করিবে।

(৩) এক্সচেঞ্জ সন্তুষ্ট না হইলে, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক উহা নামঞ্জুর করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে জানাইয়া দিবে।

তফসিল-১

ফরমসমূহ

ফরম-ক

[বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৪(৩) দ্রষ্টব্য]

বরাবর

ব্যবস্থাপনা পরিচালক

... স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড

বিষয়ঃ ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেটের (ট্রেক) জন্য আবেদন।

১. আবেদনকারী কোম্পানীর নাম :

২. আবেদনকারী কোম্পানীর ঠিকানা :

[ঠিকানাতে কোন পরিবর্তন হইলে ... স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (...)-কে তিন কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে জানাইতে হইবে]

৩. আবেদনকারীর আইনগত/লিগ্যাল মর্যাদা :

৪. অনুমোদিত স্বাক্ষরকারীর নাম :

পদবী :

যোগাযোগের ফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৫. আবেদনকারী কোম্পানীর যোগাযোগ নম্বর :

ফ্যাক্স নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৬. আবেদনকারী কোম্পানীর এমডি/সিইও-এর নাম :

যোগাযোগের ফোন নম্বর :

মোবাইল নম্বর :

ই-মেইল নম্বর :

৭. পুঁজিবাজারে অভিজ্ঞতা :

[দেশি ও বিদেশি উভয় অভিজ্ঞতা উল্লেখ করুন। প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার করুন]

৮. বর্তমান পরিশোধিত মূলধন :

বর্তমান নীট সম্পদ (নীরিক্ষিত):

মোট রিজার্ভ :

৯. ট্রেকধারী হিসেবে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা :

[আলাদা ডকুমেন্ট সংযুক্ত করুন]

১০. লিগাল/আইনগত ডিসক্লোজার/প্রকাশনা :

[সকল পরিচালক ও কর্পোরেট মালিকের অঙ্গিকারনামা সংযুক্ত করুন]

১১. .... নিম্নোক্ত ব্যক্তিগণের বায়োডাটা/জীবন-বৃত্তান্ত:

পরিচালকগণ	:	পরিশিষ্ট নম্বর : ....
এমডি/সিইও	:	পরিশিষ্ট নম্বর : ....
সিএফও/হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	:	পরিশিষ্ট নম্বর : ....
তদারকী কর্মকর্তা	:	পরিশিষ্ট নম্বর : ....
তথ্যপ্রযুক্তি কর্মকর্তা	:	পরিশিষ্ট নম্বর : ....

১২. মোট কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা :

১৩. অন্যান্য তথ্য :

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানীর পক্ষে এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত সকল তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক।

তারিখঃ ....

প্রতিনিধির স্বাক্ষর

নামঃ ....

সংযুক্তিঃ

(ক) নিগমিতকরণ সনদ

(খ) সংঘবিধি ও সংঘস্মারক

(গ) স্বাক্ষরকারীকে ক্ষমতার্পণ বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদসভার কার্যবিবরণীর অনুলিপি।

(ঘ) কর্পোরেট টিআইএন ও ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন-এর অনুলিপি।

(ঙ) ন্যূনতম বিগত তিন বছরে আয়কর কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত আয়কর সনদের অনুলিপি।

(চ) সকল পরিচালকগণ ও কর্পোরেট মালিকদের সর্বশেষ সিআইবি প্রতিবেদন মোতাবেক ঋণখেলাপি নন এরূপ অঙ্গিকারনামা।

(ছ) ন্যূনতম বিগত তিন বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণি।

(জ) তালিকাভুক্ত কোম্পানী, বিদ্যমান ট্রেকধারী, মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি, হেফাজতকারী কিংবা সম্পদ ব্যবস্থাপকের পরিচালকদের সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত বিবরণী।

(ঝ) আরজেএসসি (RJSC) কর্তৃক প্রদত্ত আবেদনকারী কোম্পানীর নামে প্রদত্ত হালনাগাদ **তফসিল-১০** (Schedule-X) এর প্রত্যায়িত অনুলিপি।

(ঞ) বিদেশী শেয়ারহোল্ডারের আইনগত দলিলাদি ও কাগজপত্র।

(ঞ) "…. স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড" এর অনুকুলে পে-অর্ডারের মাধ্যমে পরিশোধিত আবেদন ফি।

(ট) এক্সচেঞ্জ এর চাহিদা মাফিক অন্যান্য দলিলাদি ও কাগজপত্র।

ফরম খ

[বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ এর বিধি ৪(৫) দ্রষ্টব্য]।

(এক্সচেঞ্জের মনোগ্রাম)

ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট

সনদ ক্রমিক নং............. সনদ প্রদানের তারিখ......................

এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (১০) এর শর্ত মোতাবেক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট) বিধিমালা, ২০২০ অনুসারে এতদ্বারা .... (নাম লিখুন) .... ঠিকানা .... কে একজন নিবন্ধিকৃত ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (ট্রেক) ধারী হিসাবে এই নিবন্ধন সনদ প্রদান করা হইল। তিনি বিধি-বিধান মোতাবেক সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয় এবং এতদসংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবেন।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্ধারিত বার্ষিক ফি পরিশোধ সাপেক্ষে এই নিবন্ধন সনদ বলবৎ থাকিবে।

......এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর পক্ষে

....

সনদ প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াত-উল-ইসলাম
চেয়ারম্যান।

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত। মাকসুদা বেগম সিদ্দীকা, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd